R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৩শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৬ই এপ্রিল, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭, সডাক ৮

জঙ্গিপুর পুরসভায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত, ক্ষোভ

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ এপ্রিল—গতকাল জঙ্গিপুর পুরসভা কমিশনারদের বৈঠকে পুরসভায় হেড ক্লারকের শূন্য পদে অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মীকে নিয়োগের সিদ্ধান্তে প্রার্থীরা ক্ষুব্ধ হন। প্রকাশ, ইতিপূর্বে ওই পদে বৃত ছিলেন নকড়ি মুখোপাধ্যায়। তাঁর অবসর গ্রহণের পর পদটি শূন্য হয় এবং এই পদে নতুন করে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে কিছু আবেদন পত্র আসে। কিন্তু গত বছর ডিসেম্বর মাসে পূর্বের বিজ্ঞাপন এবং আবেদন পত্রগুলি বাতিল করে দিয়ে পুরসভার পক্ষ থেকে পুনরায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। সেই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর যে সমস্ত প্রার্থী আবেদন করেন তাঁদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে পুরসভা জঙ্গিপুর কলেজের ইংরেজীর লেকচারার অনিল রায় চৌধুরীকে পরীক্ষক নিযুক্ত করে সাতজন প্রার্থীর কাছ থেকে লিখিত পরীক্ষা নেন। জনৈক প্রার্থীর অভিযোগ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না করেই গতকাল কমিশনারদের বৈঠকে জেলা শাসকের অফিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিস সুপারিনটেনডেনট নারাচা হালদারকে পুরসভার হেড ক্লারকের পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অথচ তিনি নাকি কোন আবেদন করেননি। নারাচাবাবু একজন সৎ ও গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ বলে শহরে পরিচিত। কাজেই প্রার্থীদের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে নয়, অভিযোগ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়োগের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে আজ পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, প্রার্থীরা মিউনিসিপ্যালিটির হেড ক্লারকের কাজ চালাবার পক্ষে পরীক্ষায় 'নট আপ টু দ্য মার্ক' হওয়ায় কমিশনাররা অনুরূপ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পরীক্ষা-নজরদারীর পারিশ্রমিক নিয়ে—

জঙ্গিপুর, ৫ এপ্রিল—জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংস্থা তাঁদের ৩০ মারচ তারিখের এক অভিযোগপত্রে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে জঙ্গিপুর বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক/উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার ফি বাবদ পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়ীকৃত অর্থের সিংহভাগ, কেন্দ্র সম্পাদক (পদাধিকার বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) এবং কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে উভয়ে আপনাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন এবং শিক্ষক নজরদারদের প্রতি বেলা ৩ টাকা হারে পারিশ্রমিক দেন। অথচ এই পরীক্ষা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রে কেন্দ্র সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিদিন ৬ টাকা হারে এবং শিক্ষক নজরদাররা ৫ টাকা হারে পেয়ে থাকেন।

জঙ্গিপুর বিদ্যালয় কেন্দ্রের এই বৈষম্যমূলক এবং অসঙ্গত অর্থ বণ্টন বিধি-ব্যবস্থার তদন্ত করে সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মহকুমা শাসকের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদনের একটি অনুলিপি জঙ্গিপুর সংবাদ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

সাব রেজিষ্ট্রারের অনুপস্থিতিতে দলিল রেজিষ্ট্রী

সাগরদীঘি, ৪ এপ্রিল—দেরীতে ফাঁস হয়ে যাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে যে, গত ২২ মারচ সাগরদীঘি সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে কয়েকটি দলিল রেজিষ্ট্রী হয়েছে সাব রেজিষ্ট্রারের অনুপস্থিতিতে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে প্রকাশ, কয়েক মাস থেকে এই অফিসে সাব রেজিষ্ট্রারের পদটি শূন্য অবস্থায় রয়েছে। রঘুনাথগঞ্জের সাব রেজিষ্ট্রার সপ্তাহে দুদিন—মঙ্গল ও শনিবার এখানে এসে দলিল রেজিষ্ট্রী করেন। ২২ মারচ ছিল সে রকমই এক মঙ্গলবার। কিন্তু সেদিন রঘুনাথগঞ্জের সাব রেজিষ্ট্রার রঘুনাথগঞ্জে সুতী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে সাগরদীঘি আসতে পারেননি। ঠিক ওই দিনই সাগরদীঘি সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের কয়েকজন অধস্তন কর্মচারী কয়েকটি দলিল রেজিষ্ট্রী করে দেন। খবরে আরো প্রকাশ, ইদানীং এই অফিসে দলিল নিয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ জনসাধারণের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে, যেগুলির তদন্ত বাঞ্ছনীয়।

সাগরদীঘি গ্রামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ এপ্রিল—আজিমগঞ্জ রেল পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ৩১ মারচ খবর পেলেন, মহিপালের কাছে ৩৪৮ ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একজন লোক কাটা পড়েছে এবং তার দেহটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় রেল লাইনে পড়ে আছে। ও সি তদন্তে এসে মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখলেন রক্ত যতটা পরিষ্কার থাকা উচিত ছিল ততটা পরিষ্কার নাই, কালো হয়ে গিয়েছে। রক্তের কালো রং দেখে তাঁর সন্দেহ হল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তিনি কাছাকাছি কিছু খুঁজতে শুরু করলেন। রেল লাইনের পাশে দেখতে পেলেন একই রক্তের কয়েকটি ফোঁটা। রক্তের দাগ অনুসরণ করে তিনি উপস্থিত হলেন কাছিয়া গ্রামে। এই গ্রামটি এবং মহিপাল এলাকা সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত। কাছিয়া গিয়ে ওই অফিসার হত্যাকাণ্ডের কিছু সূত্র পেলেন এবং নিহত ব্যক্তির পরিচয় পেলেন। হতভাগ্য লোকটির বাড়ি কাছিয়া, নাম চাঁদু মুরমু। চাঁদু কাজ করত আজিমগঞ্জ পি ডব্লু আই-এর অধীনে গ্যাঙমান-এর। পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, ওই দিনই প্রথমে তাকে হত্যা করা হয় এবং পরে মহিপালের কাছে রেল লাইনে শুইয়ে দেওয়া হয়। ট্রেনটি মৃতদেহের ওপর দিয়ে যাওয়ার ফলে দেহটি দ্বিখণ্ডিত হয়। জঙ্গিপুর আদালতে ২ এপ্রিল হত্যাকাণ্ডের একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

সূতার মূল্যবৃদ্ধি

অতঃপর তাঁতশিল্পে সমৃদ্ধ জঙ্গিপুর মহকুমার অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের বান ডাকিয়াছে। গত সপ্তাহে আমাদের পত্রিকায় বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে যে, রঘুনাথগঞ্জ থানার কয়েকটি তাঁতশিল্প অধ্যুষিত এলাকাসহ মহকুমার সর্বত্র হাজার হাজার পরিবার সূতার মূল্য-বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতির কবলে পড়িয়া এক বৎসর হইতে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া দিনযাপনের গ্লানি সহ্য করিতেছেন এবং শিল্পটিকে বাঁচাইতে গিয়া সমস্যায় পড়িয়াছেন। এক বৎসর পূর্বে যে সূতার মূল্য ছিল বাণ্ডিল প্রতি ৪৮।৫০ টাকা, এখন তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ৮২ টাকা। অনুরূপভাবে শিল্পে ব্যবহৃত যাবতীয় সূতার মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে সমহারে।

বাজারে কাপড়ের দামও বাড়িয়াছে। কিন্তু সূতার দাম যে হারে বাড়িয়াছে সেই হারে কাপড়ের দাম বাড়ে নাই। দ্বিগুণ হারে কাপড়ের দাম বাড়িলে এতদিন হৈ হৈ পড়িয়া যাইত। অতএব বাড়ে নাই বলিয়া সবদিক রক্ষা পাইয়াছে। কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি কাহারও কাম্য নহে। সরকারকে এখন সূতার মূল্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁতশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের দুর্দশা আরও বাড়িয়া যাইবে। এখনই মজুরি কমাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হইতেছে। এখনই তাঁহাদের জীবন-যাত্রার মান নিম্নমুখী হইয়াছে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলিতে পারে না। আশু ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সমসাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে রেশন কারডের মাধ্যমে তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সূতা সরবরাহ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। দুঃখের বিষয় এই ব্যবস্থা চালু হইয়া মাত্র একবার কার্যকর হইয়াছিল। অর্থাৎ একবার ন্যায্যমূল্যে সূতা সরবরাহ করা হইয়াছিল। তাঁতিরা বহু কাঠ-খড় পুড়াইয়া উন্নয়ন সংস্থা আধিকারিকের অফিস হইতে রেশন কার্ড বাহির করিয়াছিলেন; এখন কারডগুলি কোন কাজে লাগিতেছে না। কারণ, ন্যায্যমূল্যে সূতার সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁতিরা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন সূতা 'বেওসায়ীদের' হাতে।

সংবিধানে রুগ্ন শিল্পে সরকারী সাহায্যদানের সংস্থান রহিয়াছে। মহকুমার তাঁতশিল্পকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে গণ্য করিয়া সরকারী সাহায্যদান অবিলম্বে প্রয়োজন। এবং কোনরূপ আন্দোলন হইবার পূর্বেই এমন ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়, যে ব্যবস্থা 'নিঃশব্দ বিপ্লব' রূপে চিহ্নিত হইয়া তাঁতশিল্পের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে পারে এবং তাঁতশিল্পে নিয়োজিত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিয়া তাঁতিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া দিতে পারে।

গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে

শ্রীবরুণ রায়

'গণতন্ত্র' কাকে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইয়ে তার সংজ্ঞা মিলবে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ বাস্তব জীবনে কোনদিনই গণতন্ত্রের চেহারা দেখেনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের দু'-একটি রাষ্ট্রে কিছুটা গণতন্ত্রের আদল মেলে। হিন্দু বা মুসলমান যুগে রাজা বাদশা-সুলতানদের শাসনে দেশের সাধারণ নাগরিকের অধিকারের কথা কখনও কেউ ভাবেনি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রাষ্ট্রভাবনা আমাদেরকে গণতন্ত্রের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর যখন ভারতের সংবিধান রচনা করা হ'ল তখনই সেই সংবিধানে 'কাগজে কলমে' ভারতবর্ষের মানুষ প্রথম গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি পেল। 'কাগজে কলমে' সকল নাগরিকের সমান সুযোগ ও অধিকার, স্বাধীন বিচারালয়, অবাধ ভোটাধিকার, জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ইত্যাদি মেনে নেওয়া হ'ল।
আপোষের মধ্যে দিয়ে আসা স্বাধীনতায় বেনিয়া ইংরেজের ফেলে যাওয়া উন্নাসিক আমলাতন্ত্র, দুর্নীতিগ্রস্ত পীড়নকারী পুলিসীব্যবস্থা, ব্যয়বহুল দীর্ঘস্থায়ী বিচারব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, ঘুষ, দুর্নীতি—সমস্ত স্তূপীকৃত আবর্জনার উপর আমরা সগৌরবে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকারের পতাকা প্রোথিত করলাম। গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ও ন্যায় বিচারের সেই সু-উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে দেশবিভাগজনিত ছিন্নমূল কোটী কোটী মানুষের আর্তরোল সেদিন নতুন গদিনসীন রাষ্ট্র-নেতাদের বিবেককে কতটা নাড়া দিয়েছিল আমরা জানি না। তবে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রনেতাদের বহু বিঘোষিত প্রতিশ্রুতি দেশবাসীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে শিশুরাষ্ট্র সাবালক হলে ধীরে ধীরে স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জীবনে সংবিধান প্রদত্ত ও প্রতিশ্রুত সমস্ত সামাজিক ও আর্থনীতিক ন্যায় বিচার ও সমদর্শিতা এনে দেওয়া হবে।

একদিকে যখন এইসব প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণাবাণী প্রচারিত হচ্ছে তখন আর একটি পালা বদলের পালাও নীরবে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ইংরাজের পদলেহী খয়ের খাঁ ও টাউটেরা, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী, বিত্তশালী অসাধু সমাজপ্রধান এবং মার্কামারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা রাতারাতি মাথায় গান্ধীটুপ চড়িয়ে খদ্দর পরে জনসেবী কংগ্রেসী বনে গেল। ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ গজানো সেই 'রংরুট'দের নিয়ে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী নেতারা দেশ গড়ার কাজে নামলেন।

ইংরাজ আমলে মুষ্টিমেয় আদর্শ-পাগল মানুষ কংগ্রেস বা অন্যান্য বিপ্লবী সংস্থায় যোগ দিয়ে রাজনীতি করত। ব্যক্তিগত কোন সুযোগ-সুবিধা বা অর্থকরী কোন লাভের সুযোগ তাদের ছিল না। শাসক ইংরাজের অসন্তুষ্টি বা আক্রোশের ভয়ে আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে বেশির ভাগ লোকই তাদেরকে সযত্নে এড়িয়ে চলত। তবে সারা দেশবাসী, এমন কি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ বা ভদ্রলোক ইংরাজরাও তাদের মনে মনে শ্রদ্ধা করত। স্বাধীন ভারতবর্ষের নয়া জমানায় আদর্শহীন ভ্রষ্টাচারী নতুন রাজনীতি ব্যবসায়ীর দল দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করতে নামল।

জনসাধারণ সভয়ে দেখল, এই আত্মসেবী কংগ্রেসীদের নৈবেদ্য না দিলে চাকরী বা পারমিট মেলে না, পুলিশের কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সরকারী দপ্তরের লালফিতের বাঁধনও আলগা করা যায় না। অলিখিত আইনে এই মদগর্বী রাজনীতি ব্যবসায়ীর দল নিজেদেরকে সুবিধাভোগী শ্রেণীতে উন্নীত করে নিল। আর বাদবাকী জনসাধারণ ক্ষমতাহীন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হল। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও আদর্শের উদারবাণীকে এই খুনী কংগ্রেসীর দল প্রতিনিয়ত হত্যা করতে লাগল।

তবু পণ্ডিত জওহরলালের আমলে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বহু পরিমাণে বজায় ছিল। কংগ্রেসের দলীয় অর্থ-নীতি ও শ্রেণীচরিত্র যাই হোক না কেন, পরিশীলিত ও উদারচেতা বিদগ্ধ জওহরলাল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কাজেই সংবিধান প্রদত্ত মতামত প্রকাশের অধিকার, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, সমিতি গঠনের অধিকার, ভারতের সর্বত্র চলাফেরা ও বসবাস করার অধিকার প্রভৃতির উপর গুরুতর হস্তক্ষেপ করা হয়নি। সংবাদপত্রকেও মোটামুটি স্বাধীনভাবে লেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টির পথে শুধু কংগ্রেস এবং তার চমূরাই বাধার সৃষ্টি করেনি, বামপন্থী দলগুলিও এ-ব্যাপারে ধোওয়া তুলসী পাতা নয়। নির্বাচনে যেন-তেন-প্রকারেণ জেতার জন্য তারাও নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। যুক্ত-ফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হয়ে বামপন্থী দলগুলি যেমন অনেক ভাল কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে তেমনি আবার দেশের সামগ্রিক স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক পরমতসহিষ্ণুতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত করেছে। বহু-পরীক্ষিত নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারাও ক্ষমতামদে মত্ত হয়ে জনসাধারণের সঙ্গে উদ্ধত আচরণ করেছে। তামিলনাডুতে ডি-এম্-কের নেতা ও কর্মীরাও এই একই অপরাধে অপরাধী।

তবে গণতন্ত্রকে ঢাকঢোল বিসর্জন দেওয়া হল 'এশিয়ার নবসূর্যে'র আমলে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের গৌরবজনক অবদান ছিল তাঁরা কংগ্রেস সংগঠন থেকে বিতাড়িত হলেন বা বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেরাই সরে গেলেন। যারা কোনদিন দেশের জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করে নি, দেশের ইতিহাস বা ঐতিহ্য সম্পর্কে যাদের কোন ধ্যানধারণা নাই, ভারতীয় সভ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এমারজেন্সির আঁস্তাকুড় থেকে—২

সত্যনারায়ণ ভকত

ত্রিশ বছর পর কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হওয়ার সাতদিন পর একদিন রাত্রে নিমতিতা রেল ষ্টেশনে কথায় কথায় ইন্দিরা কংগ্রেসের একজন অন্ধ সমর্থক বলছিলেন, 'গতকাল পর্যন্ত কাগজওয়ালাদের কাছে ইন্দিরাজী ছিলেন ভালো, আজ হয়ে গেলেন খারাপ।' 'গতকাল' এবং 'আজ' বলতে তিনি বলতে চেয়েছেন নির্বাচনের আগে এবং পরে। কিন্তু তিনি জানেন না অথবা জেনেও স্বীকার করতে চান না, ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন থেকে সেন্সর প্রথা চালু করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের ১৫ মারচ পর্যন্ত ইন্দিরাজীর গুণগান লিখতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তখন কোন সমালোচনা প্রকাশ করতে দেওয়া হত না। আজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই ইন্দিরা কংগ্রেস বা ইন্দিরা সরকারের যেটুকু সমালোচনা প্রাপ্য ছিল এখন তা সহ্য করতেই হবে।

ওই সময় সংবাদপত্রের ওপর সেন্সর প্রথা চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দেন যে, সেন্সরের ক্ষেত্রে সমতার নীতি মেনে চলা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সমতার নীতি দূরের কথা, যার যেমন খুশী কাঁচি চালাতে লাগলো। এজন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য সেন্সর অফিসাররাই দায়ী বলে মনে হত। সেন্সরের মূল কথা ছিল কোন সংবাদ, সম্পাদকীয়, মন্তব্য, প্রবন্ধ, উক্তি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশের আগে সেন্সর অফিসারের কাছ থেকে 'পাস ফর পাবলিকেসন' করিয়ে নিতে হবে। সেই 'পাস ফর পাবলিকেসন' করাতে গিয়ে দেখা গেল সংবাদ, সম্পাদকীয়, মন্তব্য, প্রবন্ধ তো বটেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের উক্তি সেন্সরের কাঁচিতে কাটা পড়তে লাগলো। শুনেছি আকাশবাণী আরো এক ধাপ এগিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' এবং নজরুল ও সুকান্তর কয়েকটি গান প্রচার বন্ধ করে দিল। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্তর গানে নাকি বিদ্রোহের মন্ত্র ছিল। সরকারের ভয় ছিল বিদ্রোহের গান শুনে যদি জনসাধারণ বিদ্রোহ করে বসে! তার চেয়ে ওসব গানের প্রচার বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হল না, নিঃশব্দে সেই বিদ্রোহ হয়ে গেল—ডিকটেটর ইন্দিরা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হল। মানুষ এবং সংবাদপত্র হৃত স্বাধীনতা ফিরে পেল। এখন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সমালোচনায় ইন্দিরাজী যদি এমারজেন্সির আঁস্তাকুড় থেকে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হন তাহলে কারুর কিছু করার নাই। কারণ, ইতিহাসের বিবর্তনবাদ কোন ডিকটেটরকে ক্ষমা করে না।

(চলবে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ এপ্রিল—দুই ও তিন এপ্রিল স্থানীয় সার্বজনীনতলায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব। দু'দিন ধরে বেদপাঠ, ভজন, কথামৃত পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, চণ্ডীর গান, পূজো, হোম ইত্যাদিতে সার্বজনীনতলা পূজো মণ্ডপে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের আলোকে মায়ের জীবনী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী ঘনময়ানন্দজী, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ। গতকাল সকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিসহ পথ পরিক্রমা করা হয়। বেলুড়মঠ ও সারগাছি রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে স্বামীজীরা আসেন। গতকাল বিকেলে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নৃত্যনাট্য ঃ গত ২৬ মারচ নিমতিতা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থানীয় মহিলা সমিতি কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। স্থানীয় কিশোরী ও তরুণীরাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। অনুশীলনের গুণে আর পরিচালনার দক্ষতায় তারা সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে — নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। সমিতির সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে একটি মনোরম সন্ধ্যা উপহার দিতে পেরেছেন বলে সকলে আনন্দিত।

কৃষি সংবাদ

মুর্শিদাবাদে পাটের কোন জাত কখন লাগাবেন

এই জেলায় প্রধানতঃ তোষা জাতের পাটই চাষ করা হয়। এই জেলায় চাষের জন্য কোন মাসে কোন জাত লাগান ভাল এবং তাদের গুণাগুণ কি নীচের তালিকা থেকে জেনে নিন। আপনার এলাকায় উপযুক্ত জাতটি বেছে এখনই বীজ সংগ্রহ করুন। জেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও এগ্রো-ইনডাস্ট্রিজের ডিলারদের কাছে বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতের নাম ঃ— বিবরণ ঃ—

১। জে, আর, ও ৫২৪ (নবীন) ঃ—

গাছ সবুজ, লম্বা হয়। জলদি জাত ফাল্গুন মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত লাগান চলে। ফলন একটু কম হলেও আঁশের মান ভাল হওয়ায় দাম বেশী পাওয়া যায়। আগাম বোনা যায় বলে পরের ফসল তাড়াতাড়ি লাগান চলে। বহু ফসলী চাষের উপযোগী জাত।

২। জে, আর, ও ৮৭৮ (চৈতালী তোষা) ঃ—

গাছ লম্বা পড়ে যায় না ফলন ভাল। পাতা ও ডগা লালচে। চৈত্র মাসে লাগান চলে। ফলে বহু ফসলী চাষের উপযোগী। খরার টান সহ্য করে।

৩। জে, আর, ও ৭৮৩৫ (বাসুদেব) ঃ—

গাছ লম্বা, সবুজ সহজে পড়ে না। ফলন খুব ভাল। চৈত্র ও বৈশাখ দু'মাসেই লাগান চলে। খরার টান বিশেষ সহ্য করতে পারে। ফুল এলেও গাছ লম্বা হতে পারে।

৪। জে, আর, ও ৬৩২ (বৈশাখী তোষা) ঃ—

গাছ লম্বা, সবুজ পড়ে যায়। ফলন ভালো। কেবলমাত্র বৈশাখ মাসেই লাগান চলে। আগাম বুনলে তাড়াতাড়ি ফুল এসে যায়। খরার টান বিশেষ সহ্য করতে পারে না।

বিশেষ অর্থের জন্য ব্লকে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, মহকুমায় বিভিন্ন মহকুমা কৃষি আধিকারিক ও জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক করণে যোগাযোগ করুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক প্রচারিত।

[জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত।]

আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন

বিমান হাজরা : জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত। সেনসর প্রথা বাতিল। বিনা বিচারে আটক বন্দীরা অংশত মুক্ত। ঠিক এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলার সর্বত্র যে আনন্দের বন্যা বয়ে চলেছে তার পরিমাপ অসম্ভব। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী হওয়ার পর বিগত ইন্দিরা সরকার দেশের মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। নির্বিচারে ধরপাকড় চলে সারা দেশব্যাপী। ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহারে দেশের মানুষের ওপর নেমে আসে প্রবল অত্যাচার। জোর করে রাজতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা চলতে থাকে। ফলে কংগ্রেসীদের নিজেদের মধ্যেই দেখা দেয় প্রবল বিক্ষোভ, অন্তর্কলহ। একটা চাপা ক্ষোভ ভেতরে ভেতরে গুমরাতে থাকে প্রকাশের অপেক্ষায়। কিন্তু জরুরী অবস্থার অপশাসনে সেই বিক্ষোভের কণ্ঠ চেপে ধরা হয়। সংবাদপত্রের ওপর জারী করা হয় নিদারুণ ভাবে নিষেধাজ্ঞা। ২০ দফা আর ৫ দফার নামে চলতে থাকে উত্তরাধিকারী নিয়োগের অপচেষ্টা। তাই দেশ জুড়ে যখন ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার চলছিল, বিরোধী নেতা ও কর্মীদের এমন কি স্ব-দলীয় বিদ্রোহী কর্মীদেরও জেলে পোরা হচ্ছিল, আজ তার অবসানে স্বভাবতই আনন্দিত হোতে হয়।

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনারা কি জানেন

আমাদের চাষীভাইরা শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েছেন দ্বিগুণেরও বেশি?
তা সত্ত্বেও, বছর বছর এক কোটি টনের মত শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শস্য-মজুতের গাফিলতির ফলেই এমনটি হচ্ছে।

শস্যের ক্ষতি করছে প্রধানতঃ

এই ক্ষতি বন্ধ করুন
দেশকে আত্মনির্ভর হতে দিন।
অমূল্য শস্যের দানা—নষ্ট হতে দেবেন না

DAVP 76/945

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ২৩০/৭৬ অন্য

বাদী ভাদুরী সিংহ স্বামী ৺রাজেন্দ্রনাথ সিংহ সাং জগতাই থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

বনাম

বিবাদী ১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে কালেকটর অব মুর্শিদাবাদ সাং, থানা ও পোঃ বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ

২। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড সাং ডোমকল কুঠি পোঃ ও থানা ডোমকল জেলা ঐ

৩। হাসেনপুর গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর মাজেদালী বিশ্বাস পিতা মৃত ইমাজুদ্দিন মণ্ডল সাং হাসেনপুর থানা সুতী জেলা ঐ

৪। শ্যামপুর গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর লতিফুর রহমান পিতা মৃত ইয়াসিন মণ্ডল সাং শ্যামপুর থানা সুতী জেলা ঐ

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে থানা সুতীর অধীন পশ্চিমপাকা মৌজার ৩নং খতিয়ানের ১৮০নং দাগের সম্পত্তির R. S পরচার মন্তব্যের কলমে বর্ষাকালে নৌকা চলাচলের জন্য সাধারণের ব্যবহার্য্য উল্লেখে রেকর্ড থাকায় আইনের কুটতর্ক নিবারণ জন্য নালিশী সম্পত্তির নিকটস্থ হাসেনপুর মৌজার তথা হাসেনপুর গ্রামের গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর ও শ্যামপুর মৌজার তথা শ্যামপুর গ্রামের গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অডার ১ রুল ৮ মতে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর বিরুদ্ধে বাদী মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন অতএব উক্ত মোকদ্দমায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্য দিন ২২/৪/৭৭ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া বা উকিল নিয়োগে উক্ত মোকদ্দমায় জবাবাদি দিবেন তদন্যথায় আইন মোতাবেক মোকদ্দমার বিচার হইবে একারণ উক্ত মোকদ্দমার বিষয় স্থানীয় সংবাদপত্র জঙ্গিপুর সংবাদে প্রচার করা হইল।

তপশীল চৌহদ্দি

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজা পশ্চিমপাকা খতিয়ান নং ৩ দাগ নং ১৮০ পরিমাণ ২১'২৫ শতক মধ্যে ১৩।০ বিঘা

যাহার বাংলা চৌহদ্দি

হাল বন্দোবস্তকারী প্রাণবল্লভ সিংহের জমির দক্ষিণ, নারায়ণপুর সীমানার পূর্ব্ব খাস খামার জমির উত্তর ও পশ্চিম এই চৌহদ্দি মধ্যে ১৩।০ বিঘা দৈর্ঘ্য গড়ান ২০৬০ লিঙ্ক × প্রস্থ গড়ান ৪২৭½ লিঙ্ক

By Order of the Court,
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur

বড় আনন্দের দিন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

জরুরী অবস্থার সাময়িক সুফলকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু জরুরী অবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী করে রাখার ফলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে, স্ব দলীয় কিছু কর্মী ও নেতার মধ্যে, কোন কোন মন্ত্রীর মধ্যে দুর্নীতি বাসা বাঁধতে থাকে। কোন কোন সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে জঙ্গিপুরের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সরকারী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংবাদ প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯ মাস ধরে একটানা চলল এই সব নিষেধাজ্ঞা। ১৬ মারচ অনুষ্ঠিত হল সারা ভারতে ষষ্ঠ লোকসভার নির্বাচন। জনতার রায়ে কংগ্রেস সরকার পরাজিত হোলেন চূড়ান্তভাবে। রায়বেরিলির নিজ কেন্দ্রে পরাজিত হোলেন ইন্দিরা গান্ধী। পরাজিত হোলেন 'এমারজেন্সীর আঁস্তাকুড়ে' ভূমিষ্ঠ নেতা—পুত্র সঞ্জয়ও। নির্বাচনের এই পরিবর্তন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করল নাগরিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। মুক্তি পেল বিনা বিচারে আটক বন্দীরা। জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া হোল। প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দিরাজী জনতার রায়ে বাধ্য হোলেন সরে যেতে। ১৯৭৭ চিহ্নিত হয়ে রইল ইতিহাসের পাতায়। তাই আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আমরা আজ আনন্দিত।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহকারী ও বিড়ির লেবেল প্যাকার ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৩৮৪ সালের ১লা বৈশাখ হইতে এক বৎসরের জন্য বিড়ি সরবরাহ ও লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণ ১৩৮৩ সালের ৩০শে চৈত্রের মধ্যে সীল করা টেণ্ডার অরঙ্গাবাদের সংশ্লিষ্ট বিড়ি ব্যবসায়ীগণের নিকট পৃথক ভাবে দাখিল করিবেন।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী
সেক্রেটারী
অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশন,
পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় পাকা সড়কের পার্শ্বে ৩৬৮নং দাগের ৫ কাঠা বাসোপযোগী জায়গা বিক্রয় হইবে।

অনুসন্ধান করুন :—

পরমেশ পাণ্ডে, রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়,
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

মহকুমা হাসপাতালে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ এপ্রিল—গত দু'তিন দিনে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ইনডোর বিভাগের একাধিক রোগীর টাকা-পয়সা এবং জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। রোগীদের অভিযোগ, তাঁরা এস ডি এম ওকে চুরি সম্পর্কে জানালে তিনি উল্টে রোগীদেরকে চোর ধরে দিতে বলেছেন। গতকাল জনৈক রোগী একস্‌রে করতে গিয়ে হাতের ঘড়িটি খুইয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। এই হাসপাতালে চুরির ঘটনা এবার প্রথম নয়; আগেও কয়েকবার ঘটেছে। চুরির কিনারা এখনও হয়নি। রোগীদের মতে এখানে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নাই।

আমাদের নিবেদন

মুদ্রণে আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ৬ এপ্রিল, ১৯৭৭ থেকে জঙ্গিপুর সংবাদ এর বাৎসরিক মূল্য এক টাকা করে বাড়ানো হ'ল। এখন থেকে বাৎসরিক মূল্য ধার্য হবে নিম্নরূপ :—

শহরের গ্রাহকদের জন্য ৭·০০ টাকা।
সডাক গ্রাহকদের জন্য ৮·০০ টাকা।

— প্রকাশক, জঙ্গিপুর সংবাদ

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ২৩১/৭৬ অন্য

বাদী আলতাপ হোসেন পিতা শ্যাম মহম্মদ মণ্ডল জাতি মুসলমান পেষা কৃষিকার্য্য সাং শ্যামপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ বনাম

বিবাদী ১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমন কালেকটর অব মুর্শিদাবাদ সাং, থানা ও পোঃ বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ এর উপর জারী হইবে।

২। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড সাং ডোমকল কুঠি পোঃ ও থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ

৩। হাসেনপুর গ্রামবাসী জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর মাজেদালী বিশ্বাস পিতা মৃত ইমাজুদ্দিন মণ্ডল সাং হাসেনপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

৪। শ্যামপুর গ্রামবাসী জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর লতিফুর রহমান পিতা মৃত ইয়াসিন মণ্ডল সাং শ্যামপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে থানা সুতীর অধীন পশ্চিমপাকা মৌজার ৩নং খতিয়ানের ১৮০নং দাগের সম্পত্তির R. S পরচার মন্তব্যের কলমে বর্ষাকালে নৌকা চলাচলের জন্য সাধারণের ব্যবহার্য্য উল্লেখে রেকর্ড থাকায় আইনের কুটতর্ক নিবারণ জন্য নালিশী সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হাসেনপুর মৌজার তথা হাসেনপুর গ্রামের গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর ও শ্যামপুর মৌজার তথা শ্যামপুর গ্রামের গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অডার ১ রুল ৮ মতে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর বিরুদ্ধে বাদী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন অতএব উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্য দিন ২১/৪/৭৭ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া বা উকিল নিয়োগে উক্ত মোকর্দ্দমায় জবাবাদি দিবেন তদন্যথায় আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমার বিচার হইবে একারণ মোকর্দ্দমার বিবয় স্থানীয় সংবাদপত্র জঙ্গিপুর সংবাদে প্রচার করা হইল।

তপশীল

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজা পশ্চিমপাকা মধ্যে খতিয়ান নং ৩ দাগ নং ১৮০ পরিমাণ ২১.২৫ শতক মধ্যে ১০১২ বিঘা

যাহার বাংলা চৌহদ্দি

হাল বন্দোবস্তকারী প্রাণবল্লভ সিংহের বন্দোবস্ত জমির দক্ষিণ নারায়ণপুর সীমানার পূর্ব্ব, খাস খামার জমির উত্তর ও পশ্চিম এই চৌহদ্দি মধ্যে ১০১২ বিঘা দৈর্ঘ্য গড়ান ১২৭০ লিঙ্ক × প্রস্থ গড়ান ২৭২ লিঙ্ক

By Order of the Court,
Sd/- B Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur

গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

যারা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা পোষণ করে না সেই সব 'নতুন রক্ত' সংগ্রহ করে কংগ্রেস সংগঠনকে অতিকায় দানবে পরিণত করা হল। বাহুবল ও জবরদস্তির রাজনীতি সুরু হল। এবং তার শ্রেষ্ঠ সৈনিক হিসাবে সারা দেশের বিরাট বেকারবাহিনী থেকে যুবক, ছাত্র ও পেশাদার সমাজবিরোধীদের সংগ্রহ করা হল। এদের উপর নির্ভর করে দাদারা নিজনিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আখের-গোছানোর খেলায় মাতলেন। সংগঠনের তকমা নিয়ে যারা আসরে নামল তারা ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের কাছে পাইকারী হারে চাঁদা ('নয়া চৌথ'!) ও বিবিধ প্রণালীর প্রণামী আদায় করতে সুরু করল। বেকার যুবকদের চাকরী পেতে হলে বিশেষ বিশেষ কংগ্রেস নেতার অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। ঝটিকা-বাহিনীর ক্ষুদে সেনাপতিদের অনুগ্রহ বা কোপে গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হতে থাকল।

তবে দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা হল, তা রাজনৈতিক নয়, সামাজিক। কংগ্রেসী দাদাদের আশ্রয় ও ছত্রছায়ায় পুষ্ট যুববাহিনীর একটা বড় অংশ নানা অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জন করে 'পঞ্চমকারের' সাধনায় মাতল। পরানুকরণপ্রিয়, লঘুচিত্ত, ভারতীয় জীবন সাধনা থেকে বিচ্যুত এক অভাবনীয় 'ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের' জন্ম হল। একটা প্রজন্মের তরুণ সমাজ ফন্দীবাজ রাজনীতি ব্যবসায়ীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে গেল। (চলবে)

বাসের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ এপ্রিল—গত সোমবার জঙ্গিপুর স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কাওসার আলি সাইকেলে করে জঙ্গিপুর আসার পথে বহরমপুরগামী একটি বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস
ফুলতলা
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১